সংবাদ

07 APR 2008

দশ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির অফিস ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অসঙ্গতিপূর্ণ ধারা সংশোধন, বেদখল হওয়া ১২টি হল উদ্ধার এবং লাইব্রেরি কার্যক্রম চালুসহ ১০ দফা দাবিতে উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও এবং সড়ক অবরোধ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। গতকাল রোববার সকালে আন্দোলনরত সহস্রাধিক শিক্ষার্থী তাদের ক্লাস বর্জন করে প্রথমে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে প্রায় আধা ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের সড়ক অবরোধ করে রাখে। পরে তারা উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করে।

গত বুধবার থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে

অফিস : পৃঃ ২ কঃ ৪

আফস : ঘেরাও

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়কে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা দেয়া, বেদখল হওয়া ১২টি হল উদ্ধার, লাইব্রেরি কার্যক্রম চালু, ক্যান্টিন, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও জিমনেসিয়াম চালু, ক্যাম্পাসের ভেতর থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা স্থানান্তর, পরিবহন ও শিক্ষক সঙ্কট দূরীকরণের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ক্লাস বর্জনসহ লাগাতার আন্দোলন শুরু করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী তাদের নির্দিষ্ট ক্লাস বর্জন করে কলা ভবনের সামনে জড়ো হয়। সকাল ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা তাদের ঘোষিত ১০ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এ সময় মিছিলে পুলিশ বাধা দিলে শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেট ও দক্ষিণ গেট দিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে জড়ো হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রায় আধা ঘণ্টা গুলিস্তান-সদরঘাট সড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় গুলিস্তান-সদরঘাট সড়কসহ পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজার, বাংলাবাজার, শাঁখারীবাজার এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও দাঙ্গা পুলিশ সড়ক অবরোধকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে ফিরিয়ে নেয়।

সাড়ে ১২টার দিকে পুলিশের অনুরোধে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কার্যালয় ঘেরাও করে রাখে। এ সময় তারা উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেয়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানায়, গত ৫ দিন ধরে তারা তাদের যৌক্তিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ক্লাস বর্জনসহ নানা কর্মসূচি পালন করে আসছে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত তাদের দাবির বিষয়ে কোন সাড়া দেয়নি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানায়।